তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২
23 2002

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি বন্ধ করুন

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে '৫২, '৬৯, '৭১, '৯০ সব ক্ষেত্রেই আমাদের ছাত্র রাজনীতির ইতিহাস খুবই উজ্জ্বল– গৌরবের। তখন প্রকৃত মেধাবী ছাত্ররাই রাজনীতি করতেন। সে সময় ছাত্র রাজনীতি ছিল নীতি ও আদর্শের। ছাত্রনেতারা ছিলেন সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তারা ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয়। কিন্তু আজ ছাত্রনেতারাই আমাদের ভীতি ও দুশ্চিন্তার কারণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোসহ সর্বত্র ছাত্রনেতা নামে অছাত্রদেরই আধিপত্য। সর্বত্র কেবলই অস্ত্রের ঝনঝনানি। কলমের বদলে ছাত্রদের হাতে আজ অস্ত্র। পড়ার শব্দের বদলে ক্যাম্পাস আজ রাজনৈতিক স্লোগানে মুখর। শুধু তাই নয়, তারা আজ নীতি-আদর্শ বিসর্জন দিয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে অন্যের ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসাবে। সনির মতো শত-সহস্র মেধাবী মুখ অকালে ঝরে যাচ্ছে ছাত্র রাজনীতির কালো থাবায়। একটি সিটের জন্য রাজনৈতিক ক্যাডার হচ্ছে অসংখ্য নিরীহ সাধারণ ছাত্র। সেশনজটে পড়ে হতাশার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হচ্ছে অনেকেই। রাজনৈতিক দখল-পাল্টা দখলের শিকার, পুলিশ-বিডিআর-এর হয়রানি তো আছেই। যার সব কিছুর মূলে ওই ছাত্র রাজনীতি (প্রকৃত অর্থে অছাত্র রাজনীতি)। আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাব যে, যেসব স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র রাজনীতিমুক্ত তাদের রেজাল্ট ভাল এবং সেশনজটমুক্ত। তাছাড়া যেসব মেধাবী ছাত্রছাত্রী স্ট্যান্ড করে বা ভাল রেজাল্ট করে, তাদের কেউই ছাত্র রাজনীতি পছন্দ করে না। হ্যাঁ, প্রশ্ন আসতে পারে যে, তাহলে '৫২, '৬৯, '৭১ বা '৯০-এর মতো আন্দোলনে নেতৃত্ব আসবে কোত্থেকে? আমরা যদি সম্প্রতি ঢাবি'র শামসুন্নাহার হলের ব্যাপারটি লক্ষ্য করি, তবে দেখি যে, নৈতিকতা, মানবিকতা তথা ন্যায়ের প্রশ্নে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা সর্বদাই সজাগ-সক্রিয়। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রীসহ সবার প্রতি আবেদন, জাতির বৃহত্তর কল্যাণে এবং অছাত্রদের আধিপত্য রোধকল্পে, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের প্রাণের দাবি– 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি বন্ধ করুন' বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

ছাত্রদের মিছিলে পুলিশের বাধা

ফুয়াদ
১১০৫, আল বেরুনি হল, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়